

সহীহ হাদীসের আলোকে সাওম বিশ্বকোষ

বিভাগ/অধ্যায়ঃ সপ্তম অধ্যায়ঃ সংক্ষেপে পবিত্র রমযান মাসে আমাদের করণীয়

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

৭. বিলম্ব করে সাহরী খাওয়া:

রমযান মাসে সাহরী খাওয়া মুস্তাহাব। কেননা, আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَهَةً»

“তোমরা সাহরী খাও, কেননা সাহরীতে রয়েছে বরকত”। [1]

‘আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত,

«أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ بَلِيلًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ»، قَالَ الْقَاسِمُ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهِمَا إِلَّا أَنْ يَرْقَى ذَا وَيَنْزِلَ ذَا

“বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু রাতে আযান দিতেন। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইবন উম্মে মাকতুম-এর আযান দেওয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার কর। কেননা ফজর না হওয়া পর্যন্ত যা আযান দেয় না। কাসিম রহ. বলেন, এদের উভয়ের মাঝে শুধু এতটুকু ব্যবধান ছিল যে, একজন নামতেন এবং অন্যজন উঠতেন।”[2] তাছাড়া বিলম্ব করে সাহরী খাওয়া মুস্তাহাব। তবে অবশ্যই ফজরের আযানের পূর্বেই শেষ করতে হবে।

>

ফুটনোট

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯২৩, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০৯৫।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯১৮।

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=10986>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন